শ্রী রঞ্জিৎমল কাংকারিয়া প্রযোজিত

দাদু

কাহিনী • চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

অজিত গাঙ্গুলী

শ্রী রঞ্জিৎমল কাংকারিয়া প্রযোজিত

দাদু

কাহিনী • চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

অজিত গাঙ্গুলী

শ্রী রঞ্জিৎমল কাংকারিয়া প্রযোজিত

দাদু

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা • **অজিত গাঙ্গুলী**

সংগীতে • **কালিপদ সেন • বাপী লাহিড়ী** • **সুবোধ রায়**

চিত্রশিল্পী • অজয় মিত্র • সম্পাদনা • শিব সাধন ভট্টাচার্য্য • শব্দযন্ত্রী • অনিল দাসগুপ্ত

শব্দপুনঃযোজনা • **স্বামীনাথন** • গীত রচনা • সুনীল বরণ, শান্তিময় কারফর্মা

শিল্পনির্দেশনা • সুধীর খান • রূপ সজ্জা • শৈলেন গাঙ্গুলী • বসির আমেদ, মুন্সিরাম শর্মা

পটশিল্পী • বলরাম চট্টোপাধ্যায় • নবকুমার কয়েল • সংগীত গ্রহণে • রবীন চট্টোপাধ্যায় (বম্বে)

সত্যেন চট্টোপাধ্যায় (টেকনিসিয়ান স্টুডিও) ব্যবস্থাপনা • প্রেমনাথ ব্যানার্জী • সর্বাধ্যক্ষ • নিতাই দে

আবহ সংগীত • মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরিচয় লেখন • দিগেন স্টুডিও • স্থিরচিত্র • সাংগ্রীলা

প্রচার সজ্জা • অজিত মুখার্জী • এডনালরেঙ্ক • প্রচার পরিকল্পনা • মন্টু চক্রবর্তী

•

নেপথ্য কণ্ঠ সংগীত • সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় • উষা মঙ্গেশকর (বম্বে) • আরতি মুখার্জী • সুবোধ রায়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রী অমর লাহা • ডাঃ নিতাই চাঁদ দে (ব্যারাকপুর) • হসপিটাল এ্যাপ্লায়েন্সেস্ • প্রভাপদ হরিপদ দে

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস • সেন ব্রাদার্স (জুয়েলার্স) • মুখরোচক (টালিগঞ্জ) • শ্রী পঞ্চানন

সহযোগিতায়

পরিচালনা • দ্বিজেন চৌধুরী • সন্দীপ চ্যাটার্জী • বরেন চ্যাটার্জী • চিত্রশিল্পে • আশু দত্ত

শব্দানুলেখনে • প্রভাত বর্মন • বাবাজী শ্যামল • সম্পাদনায় • অমলেশ শিকদার • শব্দপুনঃযোজনায় • বলরাম বারুই

আলোক নিয়ন্ত্রনে • প্রভাস ভট্টাচার্য্য • ভবরঞ্জন দাস • সুভাষ ঘোষ • তারাপদ মান্না • রামদাস • রামবিলাস • কাশী ও সুনীল

দৃশ্যপট • চিরঞ্জীব শর্মা • ছেদীলাল শর্মা • বর্দ্ধু মহান্ত • দ্বিজ • রেনু • সম্ভু • রাজারাম • তারেশ্বর • দিবাকর ও চেমা

রূপসজ্জায় • কার্তিক দাস • ব্যাবস্থাপনায় • কেষ্ট দে • সাজ সজ্জায় • কানাই দাস

রূপায়নে • **বিকাশ রায় • সন্ধ্যা • অজয় গাঙ্গুলী • সত্য ব্যানার্জী • সবিতা চ্যাটার্জী** (বম্বে) **অনুপ**

অনুভা গুপ্তা • প্রসাদ মুখার্জী • হরিধন • শিশির বটব্যাল • পদ্মা দেবী • জোৎস্না বিশ্বাস

রাজলক্ষ্মী • কল্যানী ঘোষ • শিখা ভট্টাচার্য্য • গীতা প্রধান • সুচেতা ব্যানার্জী • জোৎস্না ব্যানার্জী

দেবরীতি সেন • মন্দিরা • সুপর্না • বঙ্কিম ঘোষ • শ্যামল ঘোষাল (অতিথি) • সুবোধ • গোপেন

কুমুদ • সুধাময় • লক্ষ্মী • সমীর কুমার (এ্যাঃ) • শৈলেন • কেষ্ট • দ্বারিক • অরূপ • অসিত

অমূল্য • মিহির • দেবী • নিমাই • প্রশান্ত • বঙ্কিম চৌধুরী • **ভানু ব্যানার্জী • জহর রায়**

•

টেকনিসিয়ান ও এস.এস.সি.এস (এনটি ২নং) স্টুডিওতে গৃহিত ও ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

শব্দ পুঃযোজনা • বিজয় রাঙনী রীরেকর্ডিং সেন্টার মাদ্রাজ

বিশ্ব পরিবেশনা • শ্রী রঞ্জিৎ পিকচার্স ৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট কলিকাতা - ১৩

কাহিনী

মনিরামপুর আদালতের বিখ্যাত আইনজীবি সত্যপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

বর্ত্তমানে অবসর গ্রহণ করে পুত্র বিনোদের ওপরই নিজে এবং তার একমাত্র কন্যার শেষ চিহ্ন নাতনী আরতির ভার ছেড়ে দিয়ে বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছিলেন, সংসারে পুত্র বিনোদ এবং পুত্রবধূ কমলার কোন সন্তানাদি না থাকায় ভাগ্নী আরতিকে তাঁরা নিজের কন্যার মতই পালন করে চলেছিলেন। সত্যপ্রসন্নর চোখে যেমন নাতনী সর্ব্বস্ব তেমনি বিনোদ এবং কমলারও সে নয়নের মণি।

সংসার চক্রটি বেশ সুন্দর ভাবেই পাক খাচ্ছিল। "কিন্তু বিধাতার ইচ্ছাটা বোধহয় অন্য রকম ছিল"। হঠাৎ এ বাড়ীতে এল রেখা। কমলার দাদা দিল্লীতে বদলি হওয়ায় তাঁদের একমাত্র কন্যা রেখাকে ক'মাসের জন্য পিশির বাড়ীতে রেখে গেলেন, কারণ, সামনেই বি, এ, পরীক্ষা। রেখা যেদিন এ বাড়ীতে পা দিল সেদিন থেকেই এ সংসারের চাকা একটু হোঁচট খেল। তার কারণ নিজের সম্মান রেখে কমলা দাদার কাছ থেকে রেখার খরচ বাবদ একটি পয়সাও নিতে পারেনি, তাঁর ফলে সওদাগরী অফিসের সাধারণ কেরাণী, বেচারা বিনোদের হ'ল প্রাণান্ত। বড় লোকের মেয়ে রেখা, তার খরচ সামলানো কি তাঁর পক্ষে সম্ভব?

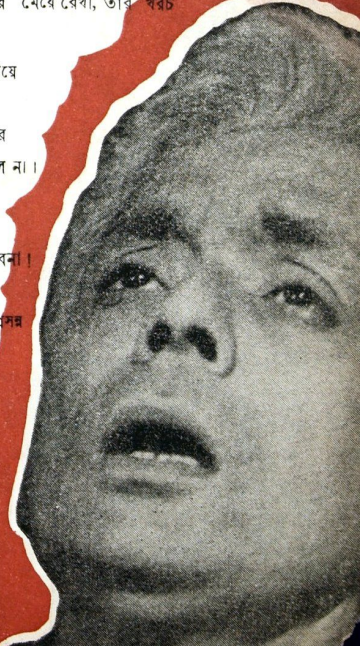

রেখার কলেজের মাইনেটা মেটাতে গিয়ে আরতির মাইনেটা পড়তে লাগল বাকী। শেষে হ'ল বিপর্য্যয়। দুটি ছাত্রীর পরীক্ষার ফীয়ের টাকা বিনোদ জোগাড় করতে পারল না। অনেক ভেবে চিন্তে কমলা রায় দিল, আরতির এ বছরটা থাক। ওর জন্যে তো কাউকে কৈফিয়ত দিতে হবেনা! শুনে চমকে উঠল বিনোদ, আর প্রচণ্ড ক্রোধে আত্মহারা হ'লেন দাদু সত্যপ্রসন্ন রেখার মত বাজে ছাত্রীকে টাকা জোগাবে অথচ ডিষ্টিংশান পারার মত ছাত্রী আরতি হবে বঞ্চিতা, পুত্রবধূর একি রকম মান-সম্মান বোধ? কিন্তু বাধা দিল আরতি। বলল, "রেখার বাবা এ বাড়ীর কুটুম, আমার জন্য তোমরা তার কাছে ছোট হ'বে এ আমি হ'তে দেবনা দাদু"। তবে কি আরতির পরীক্ষা দেওয়া হ'লনা?

এরপর আরেকটি ঘটনায় কাহিনী হ'ল সংঘাতময়। বান্ধবী বেলাদের বাড়ীতে একটা পার্টিতে রেখা বেলার দাদা মনোজকে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে আঘাত পেয়ে ফিরে এসেছিল—এবং ধরাপড়ার ভয়ে সব কিছু নিন্দা তুলে দিয়েছিল নিরীহ আরতির ওপর। আজ সেই ধনীর সন্তান মনোজ (সুদর্শনই শুধু নয় যশস্বী ডাক্তারও) এ বাড়ীতে এ'ল। সত্যপ্রসন্ন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন শুনে মনোজের বাবা হারান মুখুজ্জে ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন দাদুর চিকিৎসার জন্য। কারণ নাতনীর ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই বৃদ্ধ সত্যপ্রসন্ন হার্টের অসুখকে অগ্রাহ্য করে হারাণ মুখুজ্জের একটা জটিল মামলার সওয়াল করার জন্য রাজী হ'য়ে ব্রিফ তুলে নিয়েছিলেন হাতে। সেই মামলার দিন এগিয়ে আসছে দেখে হারাণ ছেলেকে পাঠালেন—যাতে সত্যপ্রসন্ন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন।

কিন্তু সত্যপ্রসন্ন যে ওকালতী বুদ্ধির খেলা খেলেছিলেন সেটা কেউ জানত না। কাজেই ডাক্তারের ওষুধ আনতে লাগল আরতি—আর সকলের অগোচরে সে ওষুধ ফেলে দিতে লাগলেন সত্যপ্রসন্ন। তারপর?

তৃতীয় অধ্যায়ে সত্যপ্রসন্ন অনেক চেষ্টার পর মনোজের সম্মতি আদায় করলেন কিন্তু রেখা বেঁকে বসল—এ যে তার চরম হার, কমলাও খুব লজ্জা পেয়েছিল। এবার চলল পিসি আর ভাইঝির ষড়যন্ত্র।

…তারপর? শেষ অধ্যায়ে যা ঘটল সে কাহিনী বলুক রূপালী পর্দা।

সংগীত

(১)

জাগো—
জাগো গিরিধারী
ওগো মোহন মুরলীধারী ॥

ভোরের আলো এল
আঁধার সরে গেল ॥

সুবল ডাকিছে ওগো ঠাকুর কানাই,
শ্রীদাম বলিছে জাগো রাখাল রাজা ভাই।
ননী চোরা নামে ডাকে ব্রজের গোপিনী
এসো প্রণাম করি ॥

অহল্যা বলিছে তুমি পাষাণ উদ্ধার
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার।
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার
এসো প্রণাম করি ॥

শিল্পী—উষা মঙ্গেশকর

কথা—সুনীলবরণ ॥

(২)

আমি চক্‌মকি চক্‌মকি
চম্‌কে চম্‌কে উঠি আঁধারে।
আমি চলতে চলতে পথে
জ্বলতে জ্বলতে যাই ;
ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা কেউ আমারে ॥

ওহ্—হোঃ—উহ্ হুঃ
চুক্ চুক্ চুক্
মাফ করে দিও যদি হয় ভুল চুক্ ।

এই যৌবন মোর
আহা, অগ্নি ভ্রমর,
শাসন করিতে নাহি পারে
না না, ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা কেউ আমারে ॥

আমার প্রেমের পাখী শিখেছে
একটী গান জান কি ?
I love those who loves me.
মান-কি আহা মান-কি ?
হোঃ—হোঃ—হাঃ—হাঃ
হেই—হেই—হেই
ভাল সেজে বসে থেকে কোন লাভ নেই।
শোন দুষ্টু হাওয়ায়
আহা ডাক দিয়ে যায়
রঙ মিছিলের দরবারে
না না ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা কেউ আমারে ॥

শিল্পী—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

কথা—শান্তিময় কারফর্মা।

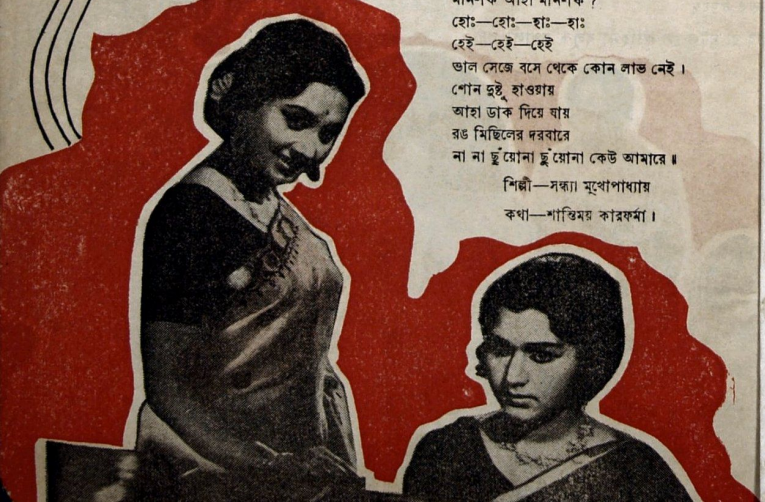

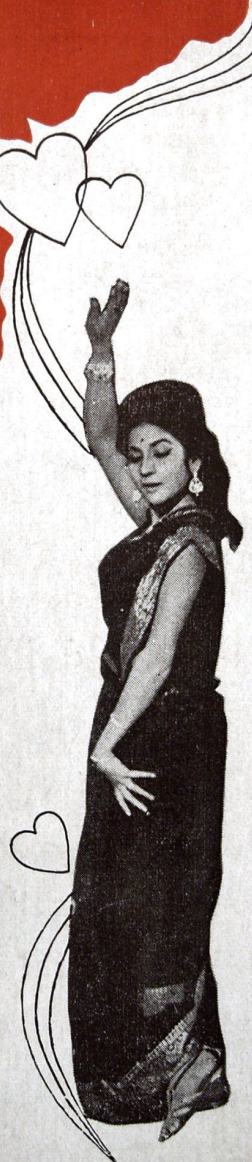

(৩)

ওরে ও রাধে রমণ—
এ কেমন তর ছল।
যে চোখেতে তোরে দেখে
আহা, সে চোখেতে জল,
বল কেন—সে চোখেতে জল ॥
যে দয়াতে ফিরিয়ে দিলি দ্রৌপদীর মান
সে দয়াতে বাঁচারে তোর ভালবাসার প্রাণ।
আঘাত দিয়ে ঝরাস কেন সাধের শতদল ॥
ও তোর বলিহারী বাঁকা হাসির ছল চাতুরী।
ফাঁদ পেতে তুই মরিস কেন জ্বালার ছুরি ॥
যে করুণায় মীরার আকুল অশ্রু হল গান,
সেই করুণায় ধুইয়ে দেরে ব্যাকুল এই প্রাণ
বিপদ কালে আর কাতোরে নিঠুর হবি বল ॥

শিল্পী—সুবোধ রায়।

কথা—সুনীল বরণ।

(৪)

আমি প্রদীপের নীচে পড়ে থাকা এক অন্ধকার।
আমি হৃদয়-বীণার ছিঁড়ে ফেলা এক ছিন্ন তার ॥
আমি মেঘের আড়ালে লুকানো শুক্লা তিথি,
আমি পথের ধূলিতে ছড়ানো পুষ্প বিথি,
আমি কোমল মনের ছুঁয়ে থাকা এক অলংকার ॥
জানিনা কখন কে আমায় কাছে ডাকে,
আমার পথের পথ চেয়ে একা একা থাকে ॥
আমি সাগর অতলে ছড়ানো মুক্তা মণি,
আমি চলার মাঝেতে হারানো পথিক ধ্বনি।
আমি অন্ধ প্রেমের স্বপনেতে এক বন্ধ দ্বার

শিল্পী—আরতি মুখোপাধ্যায়

কথা—সুনীলবরণ।

"Familiar sentiments wear well in a domestic set-up"

—**Amrita Bazar Patrika.**

"DADU is more conventional and sentimental—there is no reason why it should disappoint anybody"

—**Statesman.**

"DADU takles family Problems—Prove sufficiently entertaining"

—**Hindusthan Standard.**

"It is undeniable that he gives sentiments a high degree of development and perfection—it takes our breath away by the novelty, humour, Punch and spice".

"দাদু" দেখে সকলেই প্রসন্নচিত্তে ঘরে ফিরতে পারবেন

— বলেছেন **"দৈনিক বসুমতী"**

হাসি কান্নায় ভরা এক আবেগময় কাহিনী

—বলেছেন **"কালান্তর"**

নাম ভূমিকায় শ্রীবিকাশ রায় এর যথোচিত ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা আরোপ করেছেন, অনাথা দৌহিত্রীর প্রতি স্নেহের ভাবটুকু তার অভিনয়ে নিখুঁত-ভাবে প্রতিফলিত — বলেছেন **"আনন্দবাজার"**

"দাদু" হৃদয়াবেগে পরিপূর্ণ — বলেছেন **"যুগান্তর"**

সিনেমায় সচরাচর এক ধরণের মহিলা চরিত্র দেখা যায়, যাদের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও উদারতার সীমা নেই। সন্দেহ হয় ওরা রক্তমাংসের মানুষ কিনা। অক্লেশে ওরা নির্যাতন সহ্য করে, নিজের সর্বনাশ সাধনের জন্য যেন ওরা উন্মুখ হয়েই আছে। ওদের নির্বুদ্ধিতাও সামান্য নয়। প্রথমত ষড়যন্ত্র ও লোকচরিত্র বোঝার অক্ষমতা ওদের অসাধারণ। দ্বিতীয়ত, অতি প্রিয়জনের কিসে লাভ সেটা না বুঝেই তারা কুচক্রীর পরামর্শে চরম আত্ম-ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়। "দাদু" চিত্রটি এমন এক বিচিত্র নারী তথা তরুণীর কাহিনী —বলেছেন **"দেশ"**

অভিনয়ে কাহিনীর নামভূমিকায় "দাদু" চরিত্রে বিকাশ রায় একটি স্মরণীয় সৃষ্টিধর্মী নাট্য নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন —বলেছেন **"অমৃত"**

শ্রীরাঞ্জৎ পিকচার্স এর পক্ষে (৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৩)
শ্রীবিনু চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
১৪১, বিবেকানন্দ রোড কলি-৬ হইতে ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ কর্তৃক মুদ্রিত